বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।
ভিসা শাখা
ডায়েরী নং ৮২৭ ... ১৪/১/১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বহিরাগমন-২

নং-৪৪.০০.০০০০.০৩৯.১৩.০১৩.১২-৩৮

তারিখ ঃ ০৮ জানুয়ারী, ২০১৩

পরিপত্র

বিষয় ঃ বিনা ভিসায় আগতদের আগমনী ভিসা (visa on arrival) প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ
১) নং-স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/২৮৮১, তারিখঃ ১৯ অক্টোবর ২০০৬
২) নং-স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/৫১৬, তারিখঃ ০৪ এপ্রিল ২০০৭
৩) নং-স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৬/ ১৪৩৪, তারিখ ঃ ১৯ আগষ্ট ২০০৭
৪) নং-স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৮/ ১০৪৬ তারিখ ঃ ৩০ নভেম্বর, ২০০৮
৫) নং-স্বঃমঃ(বহি-২)/১পি-৭/২০০৮/ ৮৬০ তারিখ ঃ ০১ নভেম্বর, ২০০৯

উপর্যুক্ত বিষয়ে বর্ণিত পরিপত্রসমূহ পর্যালোচনাক্রমে সরকার বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তি আকৃষ্টকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশীসহ বিদেশী নাগরিকদের এদেশে আগমন ও অবস্থান সহজতর করার নিমিত্ত আগমনী ভিসা (visa on arrival) প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন দেশ হতে আগতদের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও স্থলবন্দর সমূহের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে নিম্নোক্ত শ্রেণীর পাসপোর্টধারীদের বর্ণিত শর্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে বহুভ্রমণ সুবিধা ব্যতীত সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের আগমনী ভিসা প্রদান করতে পারবে ঃ

ক. যে সকল দেশে বাংলাদেশের কোন দূতাবাস নেই, শুধুমাত্র সে সকল দেশ হতে আগত নাগরিকদের ভ্রমণের উপযুক্ততা যাচাইঅন্তে আগমনী ভিসা প্রদান করা যেতে পারে।

খ. বিদেশী বিনিয়োগকারী/ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র এবং বিনিয়োগ বোর্ড/বেপজার প্রত্যয়ন পত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ভিত্তিতে আগমনী ভিসা প্রদান করা যেতে পারে। তবে, আমন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে বিদেশী ব্যক্তির আগমনের বিষয়টি বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই অবহিত করতে হবে।

গ. বাংলাদেশে কেবলমাত্র সরকারী কাজে, ব্যবসায়, বিনিয়োগ ও পর্যটনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়ান ফেডারেশন, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন, মিশর, তুরস্ক, ব্রুনাই এবং ইউরোপের দেশসমূহ হতে উক্ত দেশসমূহের পাসপোর্টধারী আগতদের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও স্থলবন্দর সমূহের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে আগমনী ভিসা প্রদান করতে পারবে।

ঘ. কোন ব্যক্তি তার নিজ দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশ, যেখানে বাংলাদেশ দূতাবাস নেই, সে দেশ থেকে বাংলাদেশে আগমন করলে ভ্রমণের উপযুক্ততা যাচাই করে তাকে আগমনী ভিসা প্রদান করা যেতে পারে।

ঙ. বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক, তাদের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব সনদ/প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে আগমনী ভিসা প্রদান করা যেতে পারে।

চ. বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাস, জাতিসংঘ ও তাদের অঙ্গ সংগঠনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ/আগমন সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে আগমনী ভিসা প্রদান করা যেতে পারে। UN পাসপোর্টধারীদের ক্ষেত্রে ভিসা ফি প্রযোজ্য হবে না।

০২। উপরোক্ত শ্রেণীতে আগমনী ভিসা নিয়ে আগত বিদেশীদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে বিদ্যমান ভিসা নীতির আলোকে সংশ্লিষ্ট ভিসা শ্রেণীতে উল্লিখিত শর্তে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে।

০৩। Connecting Flight পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট যাত্রী বহনকারী এয়ারলাইনস এর অনুরোধে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ Next available flight অথবা সর্বোচ্চ ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার জন্য Transit visa দিতে পারবে। এ জন্য সার্ভিস চার্জ হিসেবে মাথাপিছু ২০ (বিশ) মার্কিন ডলার বা সমপরিমান অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় নির্ধারিত ব্যাংকে ও নির্ধারিত হিসাবে জমা দিতে হবে।

০৪। আগমনী ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

(ক) বৈদেশিক মুদ্রায় (ডলার /পাউন্ড/ইউরো) ভিসা ফি প্রদান করতে হবে;

(খ) সরকারী কাজ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আগত বিদেশীর নিকট ন্যূনতম ৫০০(পাঁচশত) মার্কিন ডলার/সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা নগদ /ক্রেডিটকার্ডে থাকতে হবে;

(অপর পাতায় দ্রষ্টব্য)

(গ) আগমনকারীর নিকট ফিরতি বিমান টিকেট থাকতে হবে;

(ঘ) আগমনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকতে হবে।

(ঙ) যে সব দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা ফি প্রযোজ্য নয় সে সব দেশের পাসপোর্টধারীদের ক্ষেত্রে আগমনী ভিসার জন্য ফি প্রযোজ্য হবে না;

(চ) যে সকল দেশের সাথে পারস্পরিকতা (reciprocity) বা চুক্তির ভিত্তিতে আগমনী ভিসা প্রদান করা হয় সেসব দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আগমনী ভিসা ফি প্রযোজ্য হবে; এবং

(ছ) আগমনী ভিসায় (visa on arrival) আগত বিদেশীদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা সংগ্রহ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং স্থল ও বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ এ সংক্রান্ত একটি মাসিক বিবরণী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

০৫। আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আগমনী ভিসা প্রদান করতে হবে। তবে বিদেশী সামরিক ও নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশে আগমনের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

০৬। আগমনী ভিসা প্রাপ্তদের পাসপোর্টে স্থল ও বিমান বন্দরে কর্তব্যরত ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যথানিয়মে আগমন ও প্রস্থান সীল প্রদান করবে।

০৭। এই পরিপত্র কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে আগমনী ভিসা প্রদান সংক্রান্ত জারীকৃত পূর্বের সকল পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৮.০১.১৩

(ড. শাহিদা আকতার)
উপসচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৬৯২

নং-৪৪.০০.০০০০.০৩৯.১৩.০১৩.১২-৩৮(১৮) তারিখ ঃ ০৮ জানুয়ারী, ২০১৩

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৪। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশোধিত নীতিমালার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকল বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনে প্রেরণ এবং তাঁদের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের অনুরোধ করা হ'ল)।
৫। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। সচিব ---------------------------------- (সংশ্লিষ্ট সকল)
৭। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর/জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর/এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো/বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড/বেপজা, ঢাকা।
১০। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এসবি, ঢাকা।
১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, ঢাকা।
১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
১৩। সভাপতি, এফ, বি, সি, সি, আই, ঢাকা।
১৪। চেয়ারম্যান, এফ, আই, সি, সি, আই, ঢাকা।
১৫। উপসচিব (ইমিগ্রেশন/নিরাপত্তা/আইন/প্রশাসন), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।